# খবরের সাত সতেরো

## ভবানীপুরে শেষ প্রচারে অশান্তির ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা কলকাতা পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** ভবানীপুর বিজেপির শেষবেলার প্রচারে অশান্তির ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল কলকাতা পুলিশ। দিলীপ ঘোষের নিরাপত্তারক্ষীরা বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়ার ঘটনার জেরেই এই মামলা দায়ের হয়েছে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে জনা কয়েক অপরিচিত ব্যক্তি। উল্লেখ রয়েছে দিলীপ ঘোষের নিরাপত্তারক্ষীদের বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়ার ঘটনার কথাও। আর এই মামলার পরপরই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, আগামী ৩০ তারিখ উপনির্বাচনের আগে শেষ প্রচার ছিল সোমবার। ওইদিন ৮টি ওয়ার্ডে ৮০ জন বিজেপি নেতার প্রচার করার কথা ছিল। সেইমতো এদিন সকালে ভোটপ্রচারে যান বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। স্থানীয়দের 'বহিরাগত, গো ব্যাক' স্লোগান শুনে এলাকা ছাড়েন তিনি। এরপর পটুয়াপাড়ায় প্রচারে বেরোন বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। কিছুক্ষণ পর বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষও প্রচারে যান। তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করা হয় বলেও অভিযোগ। তাতে বাধা দেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। মাথা ফাটে এক বিজেপি কর্মীর। তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে ভরতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন দিলীপ ঘোষের নিরাপত্তারক্ষীরা। অভিযোগ, বন্দুক উঁচিয়ে শাসানি দেয় তারা। আরও অভিযোগ, গলায় পা তুলে দেব বলে হুঁশিয়ারি দেন দিলীপ ঘোষ নিজে। ভোটপ্রচারের শেষদিনে বিজেপিকে ঘিরে এ ধরনের অশান্তি তৈরি হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। এরপর পুলিশ আর ঝুঁকি নেয়নি। ঘটনায় মঙ্গলবারই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে। পুলিশের অভিযোগ, শেষদিন যদুবাবুর বাজার এলাকায় প্রচারে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও বিজেপি নেতারা জোর করে প্রচার করেছেন। সেই কারণে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, এদিনের ঘটনার জেরে সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার তাঁরা দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।

## মেদিনীপুরে জন্মদিবসে শহিদ ভগৎ সিং স্মরণ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর—** মঙ্গলবার সকালে মেদিনীপুর শহরের পঞ্চুর চকে ভগৎ সিং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হলো বীর বিপ্লবী শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর জন্মদিন। ভগৎ সিং এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে মাল্যদান করেন সমাজকর্মী কুন্দন গোপ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুদীপ চৌধুরী, শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া, শিক্ষক প্রদীপ সিংহ মহাপাত্র, সমাজকর্মী মানস প্রামাণিক, সুব্রত চক্রবর্তী, পিনাকী পাল, সুরজিৎ সরকার, সুনীল যাদব সহ অন্যান্যরা। এদিনের কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া। উল্লেখ্য ভগৎ সিং ১৯০৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ২৭ সেপ্টেম্বর) পরাধীন ভারতের অবিভক্ত পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন।

## জিয়াগঞ্জে হোমাই শাখার উদ্বোধন ও আলোচনা সভা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর—** সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থানার ফুলতলা বর্ণালী পার্কে উদ্বোধন হল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের সংগঠন 'হোমাই'-এক জিয়াগঞ্জ শাখার। উদ্বোধন করেন সংগটনের রাজ্য কমিটির সহসম্পাদক ডা. অসীম মজুমদার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক বিশ্বনাথ প্রসাদ। উপস্থিত ছিলেন ডা. পিতাম্বর দাস, ডা. প্রসূন দাস, ডা. রাজকুমার সাহা, ডা. মানস রায় প্রমুখ। এদিন ডা. মনোরঞ্জন চৌধুরি জিয়াগঞ্জ থেকে ১৫ জন প্রাথমিক সদস্যপদ নেন। এদিন ডা. বিশ্বনাথ প্রসাদ হোমিওপ্যাথির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ডা. অসীম মজুমদার আলোচনা করেন সংগটডনের গুরুত্ব এবং মানব সমাজে হোমিও চিকিৎসার উপকারিতা সম্পর্কে। চিকিৎসকদের একত্রিত করে হাসপাতালগুলিতে শূন্যপদ পূরণ করাই সংগঠনের উদ্দেশ্য বলে তিনি জানান। ডা. মনোরঞ্জন চৌধুরি করোনার পরবর্তী জটিলতা কাটাতে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কীভাবে সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

## ভবানীপুরে তৃণমূল সমর্থক সন্দেহে ২ কলেজ ছাত্রকে মার, অভিযুক্ত বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** সোমবার সকালে ভবানীপুরে তৃণমূল সমর্থক সন্দেহে দুই কলেজ পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে একদল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, আক্রান্ত দুই যুবকের নাম সত্যদীপ মল্লিক এবং তাঁর সঙ্গী সিদ্ধার্থ যোশী। দুই যুবকই ভবানীপুর থানা এলাকার বিজয় বোস রোড ৪ নম্বর কেএমসি কটেজের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, সত্যদীপ ও তাঁর বন্ধু সিদ্ধার্থ স্কুটিতে করে মাঝরাতে ওষুধ কিনতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ভবানীপুর থানা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে তাঁদের পথ আটকায় একটি গাড়ি। দু'জন গাড়ি থেকে নেমে সত্যদীপ ও সিদ্ধার্থকে তৃণমূল সমর্থক সন্দেহে উইকেট দিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। স্কুটিচালক সিদ্ধার্থ কোনওক্রমে হামলার হাত থেকে বাঁচলেও, রক্ষা পাননি সত্যদীপ। অভিযোগ, সত্যদীপের থুতনিতে উইকেট দিয়ে সজোরে আঘাত করে এক যুবক। তারপরই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। রাতেই ভবানীপুর থানায় অভিযোগ জানান আক্রান্তরা। তবে, অভিযুক্তরা বিজেপি আশ্রিত বলেই অনুমান করছেন আক্রান্তরা। পুলিশ জানিয়েছে, উপনির্বাচনের আগেই দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ানো হয়েছে নাকা চেকিং। প্রত্যেক রাতেই বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা গাড়ি দেখলেই দাঁড় করিয়ে চলছে জেরা। লালবাজার সূত্র জানিয়েছে, উপনির্বাচনের একদিন আগে থেকেই ভবানীপুরে অতিরিক্ত পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুরো এলাকাটি ভাগ করা হয়েছে সেক্টরে। ভোটের দিন তিনটি ডিভিশনের ডিসি ছাড়াও সেক্টরগুলির দায়িত্বে থাকছেন আরও আটজন ডিসি পদমর্যাদার পুলিশকর্তা। এ ছাড়াও তিনজন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ও একজন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ওই কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন।

পুরো এলাকাজুড়ে টহল দেবে ২৩টি আরটি মোবাইল, ৯টি হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, ১৩টি কুইক রেসপন্স টিম, ২২টি সেক্টর মোবাইল টিম। এ ছাড়াও ৩৮টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকছে পুলিশ পিকেট। পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নির্বাচন কেন্দ্র ও বুথগুলিতে থাকছে। পুলিশের সঙ্গে টহলদার গাড়িতে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। প্রত্যেকটি থানার পক্ষ থেকে বিশেষ মোবাইল পেট্রোল থাকছেই। এ ছাড়াও থানা ও ট্রাফিক গার্ডগুলির পক্ষ থেকেও বাইকে করে অতিরিক্ত সংখ্যক সার্জেন্ট ও পুলিশ আধিকারিকরা অলিগলিতে টহল দেবেন। কেন্দ্রের যে পয়েন্টগুলিতে গোলমাল হতে পারে বলে খবর দিয়েছেন গোয়েন্দারা, সেই পয়েন্টগুলির উপর বেশি নজরদারি টহলদার পুলিশের। কোথাও গোলমালের খবর পেলে যাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে বাহিনী সেখানে হাজির হতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

এদিকে, রাতে খিদিরপুরের কাছে ড. সুধীর বোস রোড ও ডায়মন্ডহারবার রোডের সংযোগস্থলে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটি গাড়ি আটকায়। উদ্ধার হয় চার লক্ষ টাকা। যদিও গাড়ির আরোহীরা দাবি করেন যে, বেসরকারি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন কয়েকজনকে এই টাকা দিতে যাচ্ছিলেন।

## মালদহের বন্যাত্রাণ দুর্নীতি মামলা রাজ্যকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** মালদহের বন্যাত্রাণে দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার হাইকোর্টের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল রাজ্য সরকারকে। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চ কার্যত তুলোধনা করে রাজ্যকে। এদিন আদালত বলেছে, এত দিন কি প্রশাসন ঘুমোচ্ছিল? এখন মামলা হয়েছে বলে জেগে উঠে কিছু করছে? ২০১৯ সালে যদি পদক্ষেপ করতেন তাহলে মামলাই হতো না। তখন জেগে ওঠেননি কেন? এই মামলা যদি না হতো তাহলে তো এটা এত দিনে হিমঘরে চলে যেত। রাজ্য দুর্নীতির অভিযোগ মেনে নিলেও এখনও অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়নি বলে অভিযোগ করেন আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী। সিবিআই তদন্তের দাবি করেন তিনি। কিন্তু অ্যাডভোকেট জেনারেল বিরোধিতা করেন। যা নিয়ে বিরক্ত আদালত। ১১ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তার প্রধান সোনামুখী সাহার বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু হয়েছে আগেই। তাঁকে কেন গ্রেফতার করা হয়নি তা নিয়েও এর আগে প্রশ্ন তুলেছিল আদালত।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ব্যাপক বন্যা হয়েছিল মালদহে। সেই সময়ে মালদহের একাধিক ব্লকের জন্য মোট ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। তার মধ্যে বড়ই ব্লকের জন্য ১০ কোটি বরাদ্দ হয়েছিল। কথা ছিল, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত ক্ষতিপূরণের টাকা দেবে। অভিযোগ, একটি অ্যাকাউন্টে একাধিকবার টাকা পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টেই বারবার টাকা ঢুকেছে বলে অভিযোগ। এবছর জুলাই মাসে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার শুনানি এর আগে হয়েছিল। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে প্রশ্ন করে, সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, শোকজ ও নোটিস জারি করা হয়েছে। কিছু টাকাও উদ্ধার হয়েছে। তখন প্রধান বিচারপতি ফের প্রশ্ন করেন, এটুকুই পদক্ষেপ? একটা পঞ্চায়েতে এই অবস্থা হলে সারা জায়গায় কী হচ্ছে? কোনও গ্রেফতার হয়েছে কি? এই অপরাধে তো ৪০৯ ধারায় যাবজ্জীবন শাস্তি হয়।

## কমিশনকে জরিমানা, মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা করে ভবানীপুরের ভোটে ছাড়পত্র

*একের পৃষ্ঠার পর*

মুখ্যসচিব প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে থেকে নির্বাচনের জন্য এইভাবে চিঠি লিখতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন খোদ বিচারপতি। শুধু তাই নয়, কেন শুধু ভবানীপুরের ভোটের জন্যই আবেদন জানানো হল? বাকি কেন্দ্রে নির্বাচন বাকি থাকা সত্ত্বেও কেন সে সব কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হল না, সেই প্রশ্নও তোলেন ওইদিন বিচারপতি। ভবানীপুরে কেন দ্বিতীয়বার নির্বাচন করার প্রয়োজন পড়ল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্ডাল। এই আসন থেকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পরে এই আসন ছেড়ে দেন তিনি। আর সেই আসন থেকেই লড়ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতির প্রশ্ন, 'কেন আসন ছাড়লেব শোভনদেব?' তিনি প্রশ্ন করেন নির্বাচন কমিশন এর কাছে - একটি আসনে ভোটের জন্য কত টাকা খরচ হয়? উত্তরে কমিশন জানায়, '৩ কোটি'। তা শুনে বিচারপতি বলেছিলেন, 'একটা আসনের জন্য কতবার টাকা খরচ হবে?' কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বিচারপতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। একজন ভোটে জিতে জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর তাঁকে আসন ছাড়তে কেন বাধ্য করা হল? এ ভাবে মানুষের টাকা খরচ হচ্ছে। যেখানে উপনির্বাচন বাকি তেমন অন্য কোনও আসন থেকেও লড়তে পারতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন সাংবিধানিক সঙ্কট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যসচিব? মুখ্যসচিবের ভূমিকা ঠিক কী?' জবাবে নির্বাচন কমিশনের তরফে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'রাজ্যপালও এর আগে কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন'। শুনেই বিচারপতি রাজেশ বিন্ডাল প্রশ্ন করেছিলেন, 'এবার কি রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যসচিবের তুলনা করবেন?' বিচারপতি আরও প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন আপনারা একটাই কেন্দ্রকে বেছে নিলেন? বাকিগুলিতে কি সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হত না?সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা একটি উপনির্বাচনে কী ভাবে এল সে প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। গত শুক্রবার সেই হলফনামা জমা দিতে গেছিল নির্বাচন কমিশন। তবে তাতে অনেকগুলি ভুল আছে বলে জানিয়েছিলেন মামলাকারীর আইনজীবী। বিচারপতি বলেছিলেন, 'এটা কি একটা হলফনামা? কে এমন হলফনামা তৈরি করেছে? সর্বোচ্চ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের হলফনামা এরকম হয় কি করে ?' এর জবাবে নির্বাচন কমিশনের তরফে আইনজীবী দীপায়ন চৌধুরী ও আইনজীবী সিদ্ধান্ত কুমার আদালত কে জানিয়েছিলেন, 'খুব তাড়াহুড়ো করে বানাতে হয়েছে এই হলফনামা।' আবার হলফনামা তৈরি করে দেওয়ার কথা জানান তাঁরা। আদালত তা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি সেসময়। বিচারপতি জানিয়েছিলেন গত শুক্রবার এজলাসে, 'এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে, তাই আর কিছু দেখা হবে না'। লাগাদার বর্ষণে থইথই ভবানীপুর এলাকা। সেখানে কলকাতা হাইকোর্টে এহেন পর্যবেক্ষণ এবং রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন কে তিরস্কার এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগুনে উত্তাপ বাড়িয়েছে বহুগুণ। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্ডালের ডিভিশন বেঞ্চে রায় ঘোষণায় জানানো হলো 'নিদিষ্ট দিনেই হবে ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচন'। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

## সিবিআই হেফাজত হল লালার চার সঙ্গীর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২৮ সেপ্টেম্বর—** অবৈধ কয়লা পাচার কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার হওয়া চারজনকে এদিন আসানসোলের বিশেষ সিবিআইয়ের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন। সিবিআই আদালতের বাইরে এদিন ছিল ব্যাপক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ। এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবী এই চারজনের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ আনেন অবৈধ কয়লা পাচারের। যদিও আসামী পক্ষের মুখ্য আইনজীবী শেখর কুণ্ডু জোরালো সওয়ালে বলেন, এরা বৈধভাবেই ব্যবসা করে আসছেন। যখনই তদন্ত সংস্থা এদের তলব করেছে তখনই এরা তদন্তে সহযোগিতা করেছে। দুই পক্ষের সওয়াল জবাবের পর সিবিআই আদালতের বিচারক জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জয়দেব মণ্ডলকে চারদিন এবং অন্য তিনজনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন। জয়দেব মণ্ডল এদিন তার শারীরিক অসুস্থতার বিভিন্ন নথি আদালতে পেশ করে। সিবিআইয়ের হয়ে এদিন মামলাটিতে সওয়াল করেন রাকেশ কুমার। যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এদের কেউ কেউ সিনেমার প্রযোজক, কেউ পেট্রোল পাম্পের মালিক, কেউ নামে বেনামে বহু জমি এমনকি কারখানা পর্যন্ত তৈরি করেছেন। কোন পথে এত অর্থ এল তারই সন্ধানে সিবিআই ও ইডি।

## ভবানীপুরে আবাসনের সামনে থেকে উদ্ধার মহিলার রক্তাক্ত দেহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি—** ভবানীপুরের নন্দন রোডে একটি ফ্ল্যাটের সামনে থেকে উদ্ধার হয়েছে মহিলার রক্তাক্ত দেহ। ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম ললিতা চৌধুরী। বয়স আনুমানিক ৪৯ বছর। অর্থ উপার্জনের জন্য জামা কাপড় ইস্ত্রি করতেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে ২৯ নন্দন রোডের একটি ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন ললিতা। সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীকে জানিয়েছিলেন, জামা কাপড় নিতে যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয়নি। এরপরই উপরে উঠে যান ললিতা। কিছুক্ষণ পর একটি শব্দ পান নিরাপত্তারক্ষী। সেখানে গিয়ে দেখেন ফ্ল্যাটের সামনে পড়ে রয়েছে ললিতার দেহ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে ভবানীপুর থানার পুলিশ মহিলার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ওই মহিলা আত্মহত্যা করে থাকলে তার কারণ কী, তা-ও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই মৃত্যুর কারণ সন্ধানে কথা বলা হবে, ললিতাদেবীর পরিবার, পরিজন ও ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সঙ্গে।

## পূর্ব মেদিনীপুরে বঙ্গজননীর নতুন সভানেত্রী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর—** তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন শাখা সংগঠনে রদবদল অব্যাহত। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল বঙ্গজননীর সভানেত্রী হলেন তমলুক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অর্পণা শাসমল। এতদিন এই পদে ছিলেন শিখা মাইতি। আগামী দিনে বঙ্গজননীর নতুন সভানেত্রী অর্পণা শাসমলের হাত ধরে দল শক্তিশালী হবে এমনটাই আশা করছে সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদস্যরা।

### ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় মিলেছে ১৯৮

## বিশ্বভারতীর নম্বর বিভ্রাটে শোরগোল শিক্ষা জগতে

**খায়রুল আনাম**

এমনিতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম অবনমনের দিকে উল্কার বেগে ধাবিত হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্নের বিশ্বভারতী। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল রাঙ্কিং ফ্রেম ওয়ার্ক বা এনআইআরএফ-এর বিচারে ক্রম তালিকায় এ বছর এক ধাক্কায় ২৮ ধাপ নেমে ৯৭তম স্থান পেয়েছে বিশ্বভারতী। গত বছর ছিলো ৬৯তম স্থানে। যা নিয়ে দেশ-বিদেশে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া বিশ্বভারতীর এই অবনমন নিয়ে নিন্দার ঝড় বইছে। এরই মধ্যে নতুন করে বিতর্কে জড়ালো বিশ্বভারতী। এবার বিশ্বভারতীতে যে নম্বর বিভ্রাট ঘটেছে তাতে হতভম্ব সকলেই। শোরগোল পড়ে গিয়েছে শিক্ষা জগতে।

বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের এম এড-এর মেধা তালিকার ফলাফল সোমবার ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পরে প্রকাশ করা হয় বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে। আর সেই ফলাফল দেখে হতভম্ব হয়ে যান পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে সকলেই। অনেকেই প্রথমে এটাকে নিজেদের ভ্রম বলেই মনে করেছিলেন। কেননা, বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিনয় ভবনের এম এড পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, পরীক্ষার্থীরা পূর্ণ নম্বর ১০০-এর মধ্যে কেউ পেয়েছেন, ১৫১, ১৯৬ তো কেউ বা পেয়েছেন ১৯৮ নম্বর। অথচ এটা দেখার কোনও ভ্রম নয়। বাস্তবে বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে বিনয় ভবনের এম এড- এর মেধা তালিকার এই ফলাফলই প্রকাশিত হয়েছে। বিনয় ভবনের এম এড-এর পরীক্ষার মেধা তালিকার ফলাফলে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ শতাংশ দেওয়া হয় পরীক্ষার ভিত্তিতে আর ৪০ শতাংশ নম্বর দেওয়া হয় পূর্বতন পরীক্ষার ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে। যে পূর্ণমান কোনক্রমেই একশোর অধিক নয়। সেখানেই মিলেছে ১০০-এর মধ্যে ১৫১, ১৯৬, ১৯৮ নম্বর। এই বিভ্রান্তিকর নম্বর নিয়ে পরীক্ষার্থীরা কী ভাবে পরবর্তী পর্যায়ে ভর্তি হবেন, তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। ওয়েবসাইটে এই নম্বর বিভ্রাট দেখে হতবাক পড়ুয়ারা কী করবেন, তার কোনও সদুত্তর তাঁরা পাচ্ছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনব ভবন এবং পরীক্ষা বিভাগ বন্ধ থাকায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন পড়ুয়ারা।

## সশস্ত্র পুলিশের এএসআই ও দুই বোন গুলিবিদ্ধ, হত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি–** রায়গঞ্জের দেবীনগরে নিজের বাড়ির সামনে গুলিবিদ্ধ হলেন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের দ্বাদশ ব্যাটালিয়নের এএসআই এবং তাঁর দুই বোন। তাঁর মধ্যে এক বোনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কেন আচমকা এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত ৯টা নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই সময় তিন ভাইবোন বাড়ির গলিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎই একটি মোটর বাইক প্রবল গতিতে এসে তাঁদের সামনে দাড়ায়। বাইকে ছিল তিন যুবক। এরপর আচমকাই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে বাইক আরোহীরা। গুলি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বোন দেবী সান্যাল (৩৭) গুলিবিদ্ধ হন ভাই সজয়কৃষ্ণ মজুমদার। এবং আরেক বোন রূপ অধিকারী, বাইক আরোহীরা গুলি চালিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। ঘটনার পর তাঁদেরকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানকার চিকিৎসকরা জানান, দেবী মারা গিয়েছেন। সুজয়ের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। রূপা এবং তাঁর অস্ত্রোপ্রচার হয় রাতেই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান ভাড়াটে বাড়িওয়ালার গোলমালেই এই ঘটনা ঘটেছে। সুজয়কৃষ্ণের প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বাবা নিখিলকুমার মজুমদারকে দেখতেই রায়গঞ্জের দেবীনগরে এসেছিলেন ভাই বোনেরা। বাবা নিখিলকুমার মজুমদারের আয়া চলনা সরকার জানিয়েছেন, 'সন্ধ্যায় কয়েকজন এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে গোলমাল হয়। সব ঘটনাই ঘটে বাড়ির সামনের রাস্তায়। নিখিলবাবু দোতলায় থাকেন। দোতলার বারান্দার থেকেই আমি দেখছিলাম যেই গেলাম তারা সবাই চলে যায়। নিখিলবাবুর ছেলে মেয়ে দোতলায় চলে আসে। ফের ওই ব্যক্তিরা ফিরে এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। সুজয়বাবুরা নীচে নামেন, এর পরেই গুলির শব্দ শোনা যায়।

## খোঁজ মিলল ১৪ অভিযাত্রীর, পাওয়া গেল দুই বাঙালির দেহও, আইটিবিপি'র দুরন্ত উদ্ধার অভিযান

**দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর—** শেষমেশ মঙ্গলবার কার্যত অসাধ্য সাধন করলেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। ভোর রাত থেকে লাগাতার যুদ্ধ চলে দুর্গম পথ ও ছন্নছাড়া আবহাওয়ার সঙ্গে। অবশেষে আটকে থাকা অভিযাত্রীদের খোঁজ মিলেছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সব ঠিক থাকলে আজ বুধবার নীচে পৌঁছে যাবেন তাঁরা, পৌছে যাবে দুই বাঙালি অভিযাত্রীর দেহও।

খামেঙ্গার-বড়শিগ্রি হিমবাহে ট্রেকিং করতে গিয়ে মৃত দুই বাঙালি অভিযাত্রীর দেহ এদিন উদ্ধার করল আইটিবিপি ও ভারতীয় সেনা। আটকে পড়া ১৪ জন অভিযাত্রীকেও খুঁজে পেয়েছে উদ্ধারকারী দল। সোমবার রাত তিনটের সময় স্পিতি উপত্যকার কাজা থেকে উদ্ধার কাজ শুরু করতে রওনা দিয়েছিল এই বিশেষ টিম। অনেক চেষ্টার পর প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করার পর বিকেলের পরে খোঁজ মিলেছে বিপন্ন অভিযাত্রীদের। প্রায় ১৮ হাজার ফিট উচ্চতায় পাওয়া গেছে তাঁদের। সন্দীপকুমার ঠাকুরতা এবং ভাস্করদেব মুখার্জি নামে দুই মৃত বাঙালি অভিযাত্রীর দেহ। দেহ দু'টি নামিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখ একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে হিমাচল প্রদেশে ট্রেকিং করতে গিয়েছিলেন সন্দীপকুমার ঠাকুরতা এবং ভাস্করদেব মুখোপাধ্যায়। বারাকপুর আনন্দপুরী মিডল রোডের সানরাইজ আবাসনের বাসিন্দা, ৬১ বছরের ভাস্করদেব অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী ছিলেন। আর এক মৃত অভিযাত্রী ৪৮ বছরের সন্দীপকুমার ঠাকুরতা বেলঘরিয়ার রাইফেল রেঞ্জ রোডের বাসিন্দা। তিনি বারুইপুর হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৭ জনের গোটা দলটাই বিদের মুখে পড়ে খারাপ আবহাওয়ার কারণে। সেই সঙ্গে উচ্চতাজনিত সমস্যা, অক্সিজেনের অভাবের সঙ্গে আর যুঝতে পারেনি এই বাঙালি ট্রেকার। সোমবার সকালে তাঁদের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায় পৌঁছয়।

টেন্ডার

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নম্বর : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-১৬৮-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ২৭.০৯.২০২১। সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থ আছে এরূপ নামী সংস্থা/এজেন্সি সমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নম্বর : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-১৬৮। কাজের নাম : (১) সাহেবগঞ্জে নবনির্মিত ১৪০ টন ইলেক্ট্রনিক মোশন ওয়েট ব্রিজ কন্ট্রোল রুম স্থাপনে যত দ্রুত সম্ভব থ্রি-ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। (২) বরাহাট ওয়েট ব্রিজ কন্ট্রোল রুমে ইএইএমডব্লুবি-র জন্য থ্রি-ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। (৩) শিবনারায়ণপুর ওয়েট ব্রিজ কন্ট্রোল রুমে ইএইএমডব্লুবি-র জন্য থ্রি-ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য মান : ২,৩৬,৯৫৫.৭১ টাকা। বায়নামূল্য : নেই। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ০৮.১০.২০২১ থেকে ২২.১০.২০২১-এ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। MLD-52/2021-22

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

অনলাইনে সম্পদ ই-নিলাম বিক্রয়

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

**রেজিস্টার্ড অফিস :** ২৭, বিকেসি, সি ২৭, জি-ব্লক, বান্দ্রাকুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ.) মুম্বই, মহারাষ্ট্র, পিন কোড - ৪০০ ০৫১

**শাখা অফিস :** ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক-বি এবং সি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৫) এবং রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখল করেছেন। বিএইচএফএল-এর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ঋণ ২৫.১১.২০২০ তারিখে স্থানান্তর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিমাণ আদায়ের জন্য উক্ত সম্পত্তি "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যা আছে" এবং "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২২.১০.২০২১ তারিখে বেলা ১২টা থেকে বেলা ১টার মধ্যে **৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ** শর্তে ৪০,৯৮,৬১৪ টাকা ২৭.০৯.২০২১ অনুযায়ী এবং পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণ অ্যাকাউন্ট নং 410GHP62809168, 410HML62812957, 410GVP64272589 অনুযায়ী। ঋণগ্রহীতা শ্রী মুগেশ কোঠারি, মেসার্স কোঠারি টেক্সটাইল-এর স্বত্বাধিকারী শ্রী মুগেশ কোঠারি এবং তানিয়া মুগেশ কোঠারির কাছ থেকে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. এই ঋণ আদায় করবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির জন্য সংরক্ষিত মূল্য : ২৭,০০,০০০ (সাতাশ লাখ টাকা) টাকা এবং বায়না জমা : ২,৭০,০০০ টাকা (দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা) টাকা এবং ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ ডাক দাখিলের শেষ তারিখ ২১.১০.২০২১ বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত।

**সম্পত্তির বিবরণ :** পুর হোল্ডিং নং ১২২, বাদিয়াপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০০৭৭ ঠিকানায় ৪র্থ তলে পশ্চিম দিকে দক্ষিণ পশ্চিম উত্তরমুখী উক্ত ভবনের ৪র্থ তলে ২ বেডরুম, ১ পূজা ঘর, ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১টি ব্যালকনি উক্ত ফ্ল্যাটের সংযুক্ত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৬২ বর্গফুট মাপের ফ্ল্যাট নং ৭ সমুদয় সম্পত্তি।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট নিলাম প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট জামিন অধীনে ঋণদাতা উক্ত সম্পত্তি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে জামিন সুদ প্রয়োগ করতে পারবে।

যেকোনও বিস্তারিত/আবশ্যক তথ্য সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জানতে ডাকদাতা **শ্রী রাজেন্দর দহিয়া (+৯১ ৮৪৪৮২৬৪৫১৫), পঙ্কজ রাই (+৯১ ৭৭৬৮০০৩৫৬৭), শ্রী গোবিন্দ পোদ্দার (+৯১ ৯০৭৩৬৯৭৭২৯) শ্রী রাহুল তিওয়ারি (+৯১ ৮০১৩২৫০৭১৭) এবং সুজয় কুমার দাস (+৯১ ৯৬৭৪৪৪৯১৩৩)**। বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.kotak.com/ en/ bank-auctions.html** লিঙ্কে এবং কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক'এর ওয়েবসাইট **www.kotak.com** এবং/বা **https://bankauctions.in** দেখুন।

**স্থান : কলকাতা তারিখ : ২৭.০৯.২০২১**

**স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

AXIS BANK LIMITED Plot No.41, Seshadri Road, Anand Rao Circle, Bangalore-560009

[illegible]